নন্দিত কথা-সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের একান্ত একান্তে

এম. এ. জলিল

হুমায়ুন আহমেদ এর জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে। নন্দিত কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক - এই গুণী মানুষটি গত ১৯/৭/২০১২ তারিখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসারত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে মারা যান। দেশ বিদেশের অগণন ভক্ত ও জাতি তার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান। গত ২০/৭/২০১২ তারিখ ভোরে (১ম রোজা) ফজরের নামাজান্তে কম্পিউটারে অনলাইন পত্রিকা ও ফেসবুক থেকে আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষটির মৃত্যু সংবাদে আমি প্রচণ্ডভাবে মানসিক আঘাত পাই।

হুমায়ুন আহমেদকে জাদু দেখাচ্ছেন এম এ জলিল

যতটা মনে পরে ১৯৯০ সালে হুমায়ুন আহমেদের সাথে আমার প্রথম পরিচয় কাকরাইলের এক চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। আমার অনুজ প্রতিম জাদুশিল্পী বন্ধু জাহাঙ্গীর (বর্তমানে ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে বসবাসরত) নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য ঐ চাইনিজ রেস্টুরেন্টে বহুসংখ্যক জাদুশিল্পী ও ভক্তদের আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার পর অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করার জন্য জাহাঙ্গীর আমাকে সবিনয়ে অনুরোধ করলে আমি রাজি হতে বাধ্য হই। অনুষ্ঠান শেষে উদার মনের মানুষটি তাঁর কাছে ডেকে বসিয়ে আমাকে বললেন ‘‘আপনার উপস্থাপনা আমার ভাল লেগেছে, বাসায় আসবেন, আড্ডা হবে’’। আমার জবাব ছিল ‘‘অবশ্যই আসবো’’। তখন তিনি স্ত্রী গুলতেকিন ও সন্তানদের নিয়ে এলিফ্যান্ট রোডে একটি এপার্টমেন্টে থাকতেন।

বহুদিন যাবত হুমায়ুন আহমেদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখালেখি হলেও একটি বিষয় সংবাদপত্রে না আসায় তা থেকে পাঠক সমাজ তথা ভক্তবৃন্দ বঞ্চিত রয়ে গেছেন বলে আমার ধারনা। আর তা হলো বহুমাত্রিক প্রতিভাধর হুমায়ুন আহমেদ ছিলেন একজন ‘যশবন্ত জাদুশিল্পী’।

প্রথম তাঁর বাসায় এক বিকেলে পৌঁছানোর পর আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর বৈঠকঘরে বসালেন। দুইজন পাশাপাশি বসলাম। বসার ঘরে চেয়ার টেবিলের বালাই নেই। একপাশে একটি

কম্পিউটার, মেঝের সবটাই মোটা গদি ও চাদরে ঢাকা, আড্ডার জন্য সদা প্রস্তুত। হুমায়ুন আহমেদ একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন আর আমার সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর দুই কন্যা শিলা ও বিপাশাকে ডাকলেন এবং আমাকে জাদুকর হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর আমাকে বললেন ‘‘জলিল ম্যাজিক দেখান না’’। দেখালাম। প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য ছিলাম কিনা জানি না। কিন্তু তিনি প্রশংসা করলেন এবং আবার কবে তাঁর বাসায় যাবো জানতে চাইলেন। বললাম সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আসবো। হুমায়ুন আহমেদ বললেন ম্যাজিক নিয়ে আসবেন। আমি বললাম ‘‘আচ্ছা, কিন্তু আপনি তো দেখছি ম্যাজিশিয়ানদের মত আবদার করছেন’’ (তখনও আমি জানিনা উনি একজন গুণী ম্যাজিশিয়ান)। লেখক রহস্যময়ভাবে মুচকি হাসলেন।

মহান এই মানুষটির আমন্ত্রণে আমি এক বিশেষ আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। আবার দুইজনের আন্তরিক আড্ডা। এই আড্ডায় বহুগুণে গুণান্বিত এই উদার মনের মানুষটি বললেন সে বহু বছর যাবত জাদু চর্চা করেন এবং জাদু-শিল্পের প্রতি রয়েছে তাঁর গভীর মমতা। হুমায়ুন আহমেদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন পামিং করেন ? বলেই তিনি কয়েন পাম করে দেখালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন হচ্ছে? আমি বললাম- নিখুঁত। পামিং হচ্ছে হাতের তালুতে বা আঙ্গুলের ফাঁকে বিশেষ কায়দায় কয়েন, সিগারেট, তাস লুকিয়ে রেখে দর্শকদের হাত খালি দেখিয়ে ঐ লুকানো কয়েন, সিগারেট বা তাস বের করে দেখানো (যার জন্য প্রয়োজন হয় বছরের পর বছর একনিষ্ঠ সাধনা)। তখনই বুঝতে পারলাম তিনি কত বড় মাপের একজন জাদুশিল্পী।
হুমায়ুন আহমেদ বললেন তাঁর সংগ্রহে রয়েছে প্রচুর ম্যাজিকের বই ও বৈঠকি ম্যাজিক। এরপর তিনি নিয়ে আসলেন একটি বক্স। সেখান থেকে কিছু ম্যাজিক বের করে বললেন ‘‘এগুলোর কৌশল আমি ভুলে গেছি, আপনার জানা থাকলে বলবেন কি?’’ আমি দেখিয়ে দিলাম। উনি বললেন ‘‘অসংখ্য ধন্যবাদ’’।

হুমায়ুন আহমেদ আমার কাছে কোন উন্নত ম্যাজিকের বই আছে কিনা জানতে চাইলে আমি তাঁকে বললাম ‘‘পরবর্তীতে নিয়ে আসবো’’। অন্য একদিন তাঁর জন্য Foo Can নামের একটি Club/Stage magic ও Tarbel Course of magic নামের একটি উন্নত মানের বই তাঁর হাতে তুলে দিলাম ও লক্ষ্য করলাম তাঁর মুখ ভরা হাসি। তাঁকে দেওয়া সেই Foo Can আর বইটি এখন কোথায় কিভাবে আছে জানি না। কিন্তু তাঁর সেই হাসি এখনো আমার চোখে ভাসে। আর চোখে অশ্রু আসে।

লেখক অত্যন্ত আবদার করে আন্তরিকতার সাথে একটি নির্দিষ্ট দিনে আমাকে তাঁর বাসায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করলেন। বললেন উনি একটি ছবি বানাতে যাচ্ছেন, নাম ‘আগুনের পরশমণি’। যে ধরণের বাড়ীতে শুটিং হবে তাঁর মডেলসহ বহু শিল্পীর উপস্থিতিতে আলোচনা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। আমি যাতে কিছু ম্যাজিক নিয়ে আসি। কথা দিলাম ‘‘আসবো’’।

নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলাম। আসাদুজ্জামান নূরসহ অনেকে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সকলের সংগে আমাকে জাদুশিল্পী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাকে ম্যাজিক প্রদর্শন করার অনুরোধ করে বললেন আপনার যদি সহকারী প্রয়োজন হয় শিলা ও বিপাশাকে নিতে পারেন, ওরা নাটক করে তাই ওদেরকে ২/৩ বার কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলে ওরা বুঝতে পারবে কি করতে হবে। আমি শিলা ও

বিপাশাকে ঐদিন সহকারী হিসাবে আমার সংগে রাখলাম। শিলা ও বিপাশা সেদিন বেশ উৎফুল্ল ছিল ম্যাজিকের কাজে যুক্ত হতে পেরে।

গুণী এই মানুষটির জাদুবিদ্যায় হাতেখড়ি হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। তখন তিনি ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছেন। পথের ধারে জাদু প্রদর্শনকারী এক হকারের কাছে তাঁর জাদু শিল্পে হাতেখড়ি। জাদু শিল্পটি তাঁর ভাল লেগে যায় সেদিনই। আর তাই পড়ালেখার পাশাপাশি অবসরে হুমায়ুন আহমেদ জাদুর তালিম নিতে চলে যেতেন হাতিরপুলে যেখানে ঐ হকার ম্যাজিশিয়ান থাকতেন সেখানে। হুমায়ুন আহমেদ হকারের কাছ থেকে রপ্ত করা জাদু বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের দেখিয়ে অবাক করে দিতেন। এরপর এই শিল্পে উন্নতি করার জন্য দেশ-বিদেশের উন্নত মানের বই সংগ্রহ ও পড়া শুরু করেন। পাশাপাশি চালিয়ে যান নিরলস অধ্যবসায়

ভক্তরা জেনে অবাক হবেন তিনি USA এর আন্তর্জাতিক জাদু সংগঠন International Brotherhood of Magicians এর সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান টেলিভিশনে জাদু প্রদর্শন করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এছাড়া 'ক্ষুদে গানরাজ' অনুষ্ঠানে বিচারক হিসাবে উপস্থিত থেকে এক পর্যায়ে জাদু প্রদর্শন করেছেন। একান্ত আড্ডায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ম্যাজিক দেখিয়েছেন তিনি যার মধ্যে ভারতের লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম। বহুব্রীহি নাটকে একজন ম্যাজিশিয়ানের চরিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে জাদুর প্রতি যে তাঁর বিশেষ দুর্বলতা আছে তা প্রকাশ পায়। একসময় তিনি প্লানচেট করে মৃত ব্যক্তির আত্মা এনে কথোপকথনের চেষ্টাও করতেন।

তাঁর সঙ্গে একান্তে অনেক আড্ডা দিয়েছি। স্মৃতিপটে জমে আছে বহু স্মৃতি যা এই লেখায় শেষ করা অসম্ভব। কাছ থেকে দেখেছি হুমায়ুন আহমেদ বাচ্চাদের অনেক পছন্দ করতেন। সিগারেটের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। ছিলেন ভোজন রসিক। হৃদয়টা ছিল অনেক বড়, অন্যের দুঃখে কাতর হয়ে পড়তেন সহজেই।

টেরি ফক্স ছিলেন এক কানাডীয় যুবক। মাত্র বাইশ বছর বয়সে ভয়াবহ ক্যান্সার তাকে আক্রমণ করলো। তার একটি পা কেটে ফেলে দিতে হল। ঐ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে টেরি ফক্স ভাবলেন, ক্যান্সার গবেষণার জন্য অর্থ প্রয়োজন। তিনি ঘোষণা করলেন এক পা নিয়েই কানাডার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে ক্যান্সার গবেষণার জন্য অর্থ সংগ্রহ করবেন। আটলান্টিক সাগরে পা ডুবিয়ে টেরি ফক্স দৌড় শুরু করলেন। ততদিনে একটি নকল পা লাগানো হয়েছে। একশত তেতাল্লিশ দিন নকল পায়ে দৌড়ে ৩.৩৩১ মাইল অতিক্রম করে তাকে থামতে হলো। কারণ ক্যান্সার ততদিনে ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়েছে। মাত্র তেইশ বছর বয়সে যখন তার মৃত্যু হয় তখন ক্যান্সার গবেষণার জন্য তিনি ১০০ মিলিয়ন ডলার রেখে যান।

টেরি ফক্সের পথ ধরে হুমায়ুন আহমেদ ঘোষণা দিয়েছিলেন ক্যান্সার চিকিৎসার শেষে বঙ্গোপসাগরে পা ভিজিয়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া যাবেন দেশে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। দেশ-বিদেশের অগণিত ভক্তদের কাছ থেকে সাড়াও পেয়েছিলেন। কিন্তু মরণ-ব্যাধি ক্যান্সার তুলে নিল তাঁকে চলে গেলেন অন্য ভূবনে। হলোনা পা ভেজানো- বাংলা ভিজছে আজ চোখের জলে।

এই মহান মানুষটির শেষ স্বপ্ন ছিল একটি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। আমি আশা করি সরকার এগিয়ে আসবে তাঁর স্বপ্ন পূরণে, প্রতিষ্ঠা করবে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল। আর তাঁর নামে এই হাসপাতালের নাম হতে পারে 'হুমায়ুন ক্যান্সার হাসপাতাল'।

আমি তাঁর শোকে মুহ্যমান পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং হুমায়ুন আহমেদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। সবশেষে কবির ভাষায় বলবো -

''প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে
কেঁদেছিলে একা তুমি হেসেছিল সবে
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন''।

প্রিয় হুমায়ুন 'তুমি কাঁদিয়ে গেলে ভুবন'।

mohammad.jalil@yahoo.com